সমকাল

তারিখ ...22 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

শেকৃবি ভিসির দুর্নীতির অনুসন্ধানে দুদক

■ হকিকত জাহান হকি

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) উপাচার্য শাদাত উল্লার বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতি ও ভুয়া বিল-ভাউচারে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদক সূত্র জানায়, ২০১২ সাল থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত সময়ে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগগুলো হলো মৃণত শিক্ষক, প্রকৌশলী ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে। এ ছাড়া রয়েছে অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচারে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, জাতীয় দিবস ও নববর্ষ উপলক্ষে আপ্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ও প্রতিষ্ঠানের আপদকালীন তহবিল আত্মসাৎ।

অভিযোগ অনুসন্ধানে ২০১২ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র, এ সময়ে বিভিন্ন উৎসবে খরচের কাগজপত্র ও আপদকালীন তহবিল ব্যয়ের তথ্যাদি চেয়ে শিগগির ভিসির কাছে চাহিদাপত্র পাঠানো হবে। ওইসব নথিপত্র যাচাই করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, নিয়োগ কমিটি ও হিসাব বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সবশেষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ভিসিকে।

অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্য নেওয়ার জন্য মঙ্গলবার ভিসির কার্যালয়ে গেলে তিনি সমকালকে বলেন, অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ ও ভুয়া বিল-ভাউচারে অর্থ আত্মসাতের যে অভিযোগ উঠেছে, তা সঠিক নয়। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের জন্য সরকারিভাবে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকে, তার বাইরে খরচ করার কোনো সুযোগ নেই। তা ছাড়া সরকারের অনুমোদন ছাড়া লোকবল নিয়োগ দেওয়ারও ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

শেকৃবি ভিসির দুর্নীতির

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

কোনো সুযোগ নেই। বিগত দিনে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষেই লোকবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, গত বছর বেআইনিভাবে ২৯ জন শিক্ষক, ২৪ জন সেকশন অফিসার ও ২২ জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একজন উপসহকারী প্রকৌশলীর বদলে নিয়োগ দেওয়া হয় ২ জন। নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও এ ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। ভিসি শাদাত উল্লা স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করে তার শ্যালক চৌধুরী এম সাইফুল ইসলামকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, শ্যালকের স্ত্রীকে সহকারী পরিচালক পদে ও ভাতিজি শরাবান তহুরাকে সেকশন অফিসার পদে নিয়োগ দিয়েছেন। জানা গেছে, ইউজিসির এক তদন্তপ্রতিবেদনে শেকৃবিতে নিয়োগ দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। ইউজিসির ওই তদন্ত প্রতিবেদনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। দুদকের একটি সূত্র জানায়, সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে ইউজিসির ওই তদন্ত প্রতিবেদনও সংগ্রহ করা হবে।